গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
১ম ১২ তলা সরকারি অফিস ভবন (১১ তলা)
সেগুনবাগিচা, ঢাকা- ১০০০
www.bkkb.gov.bd

বিষয়	:	**বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের ৩৯তম বোর্ড সভার কার্যবিবরণী**
সভাপতি	:	ড. মোঃ মোখলেস উর রহমান, সিনিয়র সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড
সভার তারিখ ও সময়	:	২৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫, বুধবার, সকাল: ১১.০০ টা
স্থান	:	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষ
উপস্থিতি	:	পরিশিষ্ট-ক

উপস্থিত সদস্য ও কর্মকর্তাগণকে স্বাগত জানিয়ে সভাপতি সভার কাজ শুরু করেন। অতঃপর তিনি আলোচ্যসূচি অনুযায়ী কার্যপত্র উপস্থাপনের জন্য বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড এর মহাপরিচালক (সচিব) ও বোর্ডের সদস্য সচিব-কে সম্মতি প্রদান করেন। মহাপরিচালক সভার আলোচ্যসূচি অনুযায়ী কার্যপত্র ধারাবাহিকভাবে উপস্থাপন করেন।

আলোচ্যসূচি: ১। বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের ৩৮তম বোর্ড সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়করণ:
বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের মহাপরিচালক সভায় অবহিত করেন যে, ৩৮তম বোর্ড সভা ২৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখ সিনিয়র সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের চেয়ারম্যান মহোদয়ের সভাপতিত্বে ভার্চুয়াল প্লাটফর্ম-এ অনুষ্ঠিত হয়। সভার কার্যবিবরণী সম্মানিত সদস্যবৃন্দের নিকট যথাসময়ে প্রেরণ করা করা হয়েছে। সম্মানিত সদস্যবৃন্দের নিকট হতে কোনরুপ সংশোধনী না পাওয়ায় ৩৮তম বোর্ড সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়করণ করা হয়।

আলোচ্যসূচি: ২। ৩৮তম বোর্ড সভার গৃহীত সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা:
সভায় বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড এর ৩৮তম বোর্ড সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

ক্রমিক	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
২.১	**"দিলকুশা বিকেকেবি কল্যাণ ভবন নির্মাণ"- শীর্ষক প্রকল্প:**		
	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের ৪টি বেইজমেন্টসহ ২টি ১২তলা বিশিষ্ট "দিলকুশা বিকেকেবি কল্যাণ ভবন নির্মাণ"-শীর্ষক প্রকল্পের ওপর ০৫/০৬/২০২৪ তারিখ পরিকল্পনা কমিশনে প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটির (পিইসি) সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় কতিপয় সংশোধনীপূর্বক Recast DPP প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে ০৭/০১/২০২৫ তারিখ অনুষ্ঠিত সভায় প্রকল্পের প্রকল্পের নাম পরিবর্তন করে "দিলকুশা বিকেকেবি কল্যাণ ভবন নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্প নির্ধারণ করা হয়। পিইসি সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী গণপূর্ত অধিদপ্তর থেকে ২০/০২/২০২৫ তারিখ Recast DPP পাওয়া যায়। অর্থ বিভাগ কর্তৃক জনবল নির্ধারণ প্রস্তাব এবং পরিকল্পনা কমিশনে প্রকল্প অনুমোদনের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণের বিষয়ে সভায় নিবিড় আলোচনা হয়।	অর্থ বিভাগ থেকে জনবল নির্ধারণ করে দ্রুততম সময়ের মধ্যে Recast DPP পরিকল্পনা কমিশনের অনুমোদনের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে প্রেরণ করতে হবে।	(ক) মহাপরিচালক, বিকেকেবি; (খ) প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর; (গ) অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।

ক্রমিক	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
২.২	**"চট্টগ্রাম আগ্রাবাদে বিকেকেবি কল্যাণ ভবন নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্প:**		
	চট্টগ্রামের আগ্রাবাদে ৩.১৮ বিঘা জমিতে ২০তলা বিশিষ্ট কল্যাণ ভবন নির্মাণের লক্ষ্যে নকশা প্রণয়ন করা হয়েছে। উল্লিখিত ভবনের মোট ফ্লোর স্পেস ৫,২৩,৭৯০ বর্গফুট ৩টি বেইজমেন্ট, ২১৩টি গাড়ি পার্কিং, ৩টি সিঁড়ি, দু'টি ক্যাপসুল লিফটসহ ৭টি লিফট, প্রতি ফ্লোরে Air Conditioning, বৈদ্যুতিক সাবস্টেশন ও জেনারেটরের সংস্থান রাখা হয়েছে। অতঃপর অর্থ বিভাগ থেকে জনবল নির্ধারণপূর্বক গণপূর্ত অধিদপ্তর কর্তৃক Recast DPP প্রেরণ, প্রাক্কলিত ব্যয়, নকশা ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনান্তে পরিকল্পনা কমিশনের অনুমোদনের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে ডিপিপি প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	(ক) গণপূর্ত অধিদপ্তর থেকে ডিপিপি দ্রুততম সময়ে বিকেকেবিতে প্রেরণ করতে হবে; (খ) পরিকল্পনা কমিশনের অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে ডিপিপি প্রেরণ করতে হবে;	(ক) মহাপরিচালক, বিকেকেবি; (খ) প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর; (গ) অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।
২.৩	**"মতিঝিল বিকেকেবি কল্যাণ ভবন নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্প:**		
	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের ৩টি বেইজমেন্টসহ ২০তলা বিশিষ্ট "মতিঝিল বিকেকেবি কল্যাণ ভবন নির্মাণ"- শীর্ষক প্রকল্পের ওপর ১৩/১১/২০২৪ তারিখ পরিকল্পনা কমিশনে প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটির (পিইসি) সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় কতিপয় সংশোধনীপূর্বক Recast DPP প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। স্থাপত্য অধিদপ্তর ২৭/০১/২০২৫ তারিখ স্থাপত্য নকশা বিকেকেবিতে প্রেরণ করে। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে ০৭/০১/২০২৫ তারিখ অনুষ্ঠিত সভায় প্রকল্পের নাম পরিবর্তন করে ""মতিঝিল বিকেকেবি কল্যাণ ভবন নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্প নির্ধারণ করা হয়। পিইসি সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী গণপূর্ত অধিদপ্তর থেকে ৩০/০১/২০২৫ তারিখ পুনর্গঠিত ডিপিপি পাওয়া যায়। স্থাপত্য নকশা এবং জনবল সম্পর্কিত তথ্য ১২ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ তারিখ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। পরিকল্পনা কমিশনের অনুমোদনের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে Recast DPP প্রেরণের বিষয়ে একমত পোষণ করা হয়।	অর্থ বিভাগ থেকে জনবল নির্ধারণপূর্বক দ্রুততম সময়ের মধ্যে Recast DPP পরিকল্পনা কমিশনের অনুমোদনের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে প্রেরণ করতে হবে।	(ক) মহাপরিচালক, বিকেকেবি; (খ) প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর; (গ) অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।
২.৪	**"খুলনা বিকেকেবি কল্যাণ ভবন" নির্মাণ-শীর্ষক প্রকল্প:**		
	বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের বিভাগীয় কার্যালয়, খুলনার বয়রা এলাকায় জোড়া গেটস্থ মেইন রোডের পাশে অবস্থিত বানিয়া খামার, খুলনা সদর, খুলনা/ডিপি নং ১, দাগ নং ৬২৭ মৌজায় প্রস্তাবিত ভবনে জমির পরিমাণ ৯৪.৪০ শতাংশ। বর্তমান জরিপে জেলা প্রশাসক, খুলনার নামে রেকর্ড (১৯৮৮ সাল থেকে বোর্ডের দখলে) রয়েছে। বোর্ডের খুলনাস্থ কমিউনিটি সেন্টারটি দীর্ঘদিনের পুরাতন ভবনের স্থানে ৯৪ শতাংশ ভূমিতে ১০তলা বিশিষ্ট "খুলনা বিকেকেবি কল্যাণ ভবন নির্মাণ"- শীর্ষক প্রকল্পের জন্য স্থাপত্য অধিদপ্তর থেকে স্থাপত্য নকশা ২৭/১০/২০২৪ তারিখ পাওয়া যায়। নীতিগত অনুমোদনের জন্য ০১/১২/২০২৪ তারিখ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয় এবং	গণপূর্ত অধিদপ্তর দ্রুততম সময়ে ডিপিপি বিকেকেবিতে প্রেরণ করবে।	(ক) মহাপরিচালক, বিকেকেবি; (খ) প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর; (গ) অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।

ক্রমিক	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	০৭/০১/২০২৫ তারিখ নীতিগত অনুমোদন পাওয়া যায়। গণপূর্ত অধিদপ্তর দ্রুততম সময়ে ডিপিপি প্রেরণের জন্য সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।		
২.৫	**পটুয়াখালী জেলার কুয়াকাটায় রেস্টহাউজ কাম রিসোর্ট নির্মাণের জন্য ভূমি বন্দোবস্তকরণ:**	-	
	জেলা প্রশাসক, পটুয়াখালী কর্তৃক কুয়াকাটায় রেস্টহাউজ কাম রিসোর্ট নির্মাণের জন্য ০.৬৯একর ভূমি বন্দোবস্ত প্রদানের লক্ষ্যে ১৩/০৯/২০২২ তারিখ ভূমি মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করে। ভূমি মন্ত্রণালয় থেকে ১০/১০/২০২২ তারিখে উক্ত ভূমিতে ৩টি দেওয়ানি মামলা থাকায় তা নিষ্পত্তি করে পুনরায় প্রস্তাব প্রেরণের সুপারিশ করা হয়। (ক) ২১৬/২০২১ নং দেওয়ানি মামলার শুনানি ১৬/০২/২০২৫ তারিখ অনুষ্ঠিত হয়েছে। (খ) ১৮৫/২০২২ এবং (গ) ১১৬/২০২১ নং দেওয়ানি মামলার শুনানির তারিখ এখনও নির্ধারণ হয়নি। এ পর্যায়ে বিভাগীয় কমিশনার, বরিশাল প্রস্তাবিত ভূমিতে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, গণপূর্ত অধিদপ্তর এবং বিকেকেবির মোট ৩ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠনপূর্বক পরিদর্শন প্রতিবেদন দাখিলের বিষয়ে অবতারণা করেন।	(ক) দেওয়ানি মামলা ৩টি নিষ্পত্তির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে; (খ) প্রস্তাবিত ভূমিতে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, গণপূর্ত অধিদপ্তর এবং বিকেকেবির মোট ৩ সদস্য বিশিষ্ট গঠিত কমিটি কর্তৃক পরিদর্শনপূর্বক প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে।	(ক) জেলা প্রশাসক, পটুয়াখালী; (খ) পরিচালক, বিকেকেবি, বিভাগীয় কার্যালয়, বরিশাল।
২.৬	**বান্দরবান জেলা শহরে কল্যাণ বোর্ডের জমিতে রেস্টহাউস কাম রিসোর্ট নির্মাণ:**		
	বান্দরবান সদরে অবস্থিত বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের অনুকূলে বরাদ্দকৃত ১ একর জমি দীর্ঘদিনে বে-দখলে থাকায় তা ২৮/১০/২০২৪ তারিখ অবৈধ দখল মুক্তপূর্বক যৌথ জরিপের মাধ্যমে সীমানা নির্ধারণ করা হয়েছে। এছাড়া সীমানা পিলার এবং মালিকানার সাইন বোর্ড স্থাপন করা হয়েছে। বান্দরবান গণপূর্ত উপবিভাগ কর্তৃক সীমানা প্রাচীর নির্মাণের কাজ চলমান রয়েছে, যা দ্রুততম সময়ে সম্পন্ন হবে। উক্ত ভূমিতে বোর্ডের আয়বর্ধক প্রকল্প হিসেবে রেস্টহাউজ কাম রিসোর্ট নির্মাণের বিষয়ে সকলেই সহমত পোষণ করেন।	রেস্টহাউজ কাম রিসোর্ট নির্মাণ এর প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।	(ক) মহাপরিচালক, বিকেকেবি; (খ) বিভাগীয় কমিশনার, চট্টগ্রাম; (গ) প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর; (ঘ) জেলা প্রশাসক, বান্দরবান।
২.৭	**রংপুর, ময়মনসিংহ ও বরিশাল এ বোর্ডের কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র কাম কমিউনিটি সেন্টারের জন্য খাস জমি বন্দোবস্তকরণ/ জমি অধিগ্রহণ:**		
	ক) বিভাগীয় কার্যালয়, রংপুর: রংপুর সদর উপজেলাধীন রাধাবল্লভ মৌজার জেএল নম্বর ৯২ এসএ ১ খতিয়ানভুক্ত ২৬৯০ দাগের ৩১.৭৩ একর জমির মধ্যে ০.৬৬ একর অকৃষি খাস জমি ভূমি মন্ত্রণালয় হতে ০৬/১২/২০২০ তারিখে ১,০০১/- টাকা প্রতীকীমূল্যে বিকেকেবি-র অনুকূলে দীর্ঘমেয়াদী বন্দোবস্ত প্রদান করা হয় এবং ২০/০৫/২০২১ তারিখ জমির বন্দোবস্ত বাতিল করা হয়। বোর্ডের প্রধান কার্যালয় হতে ২০/০৯/২০২৩ তারিখ বিভাগীয় কমিশনার, রংপুরকে দীর্ঘমেয়াদী ভূমি বন্দোবস্তের জন্য পত্র প্রেরণ করা হয়। সভায় কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র কাম কমিউনিটি সেন্টারের জন্য খাস জমি বরাদ্দ/ জমি	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র কাম কমিউনিটি সেন্টারের জন্য খাস জমি বন্দোবস্ত/জমি অধিগ্রহণ করতে হবে।	(ক) মহাপরিচালক, বিকেকেবি; (খ) বিভাগীয় কমিশনার, রংপুর; (গ) জেলা প্রশাসক, রংপুর।

ক্রমিক	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	অধিগ্রহণের বিষয়ে বিষয়ে গুরুত্বারোপ করা হয়। **(খ) বিভাগীয় কার্যালয়, ময়মনসিংহ:** ময়মনসিংহে "কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র কাম কমিউনিটি সেন্টার" স্থাপনের লক্ষ্যে চাহিত অতিরিক্ত ২.০০ একর ভূমির জন্য ০৬/০১/২০২৫ তারিখ অনুষ্ঠিত ৬ষ্ঠ প্রকল্প পিআইসির সিদ্ধান্ত মোতাবেক বিভাগীয় সদর দপ্তরের নতুন প্রকল্প গ্রহণের লক্ষ্যে প্রশাসনিক ভবন ও আবাসিক ভবনের চাহিদা সম্বলিত কমিটির প্রতিবেদন স্থাপত্য অধিদপ্তরে প্রেরণের নিমিত্ত ১৫/০১/২০২৫ তারিখ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। সভায় কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র কাম কমিউনিটি সেন্টারের জন্য খাস জমি বন্দোবস্ত/ জমি অধিগ্রহণের বিষয়ে বিষয়ে গুরুত্বারোপ করা হয়।	(ক) কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র কাম কমিউনিটি সেন্টারের নির্মাণের জন্য জন্য খাস জমি বন্দোবস্ত/ জমি অধিগ্রহণ করতে হবে।	(ক) মহাপরিচালক, বিকেকেবি; (খ) বিভাগীয় কমিশনার, ময়মনসিংহ; (গ) জেলা প্রশাসক, ময়মনসিংহ।
	(গ) বিভাগীয় কার্যালয়, বরিশাল: বরিশাল সদরের লুকাস কম্পাউন্ডে ০.৩৩ শতাংশ জমির পরিবর্তে বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন বরিশাল-তালতলি-শায়েস্তাবাদ সড়কের সরকারি হাঁস মুরগীর খামার সংলগ্ন জে.এল, ৪৮ নং আমানতগঞ্জ মৌজার এস.এ. ১ নং খাস খতিয়ানভুক্ত ৭৯৫ নং দাগের ২.০০ (দুই) একর জমি বরাদ্দ প্রদানের সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক ১৩/০১/২০২৫ তারিখ প্রশাসনিক অনুমোদন পাওয়া যায়। জেলা প্রশাসক, বরিশাল কর্তৃক বন্দোবস্তের প্রস্তাব ভূমি মন্ত্রণালয়ে দ্রুত প্রেরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য ১৬/০১/২০২৫ তারিখে পত্র প্রেরণ করা হয়। প্রস্তাবিত জমিতে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, গণপূর্ত অধিদপ্তর এবং বিকেকেকেবির ৩ সদস্য বিশিষ্ট গঠিত কমিটি কর্তৃক পরিদর্শনপূর্বক প্রতিবেদন দাখিলের জন্য অভিমত ব্যক্ত করেন।	(ক) ভূমি মন্ত্রণালয়ে দ্রুত দীর্ঘমেয়াদী বন্দোবস্তের প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে; (খ) প্রস্তাবিত জমিতে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, গণপূর্ত অধিদপ্তর এবং বিকেকেকেবির ৩ সদস্য বিশিষ্ট গঠিত কমিটি কর্তৃক পরিদর্শনপূর্বক প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে।	(ক) মহাপরিচালক, বিকেকেবি; (খ) বিভাগীয় কমিশনার, বরিশাল; (গ) জেলা প্রশাসক, বরিশাল।
২.৮	**শেরেবাংলা নগরস্থ কমিউনিটি সেন্টার বোর্ডের উন্নয়নমূলক কাজের স্বার্থে RAB এর নিকট থেকে বোর্ড এর নিকট হস্তান্তর:**		
	বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের মালিকাধীন শেরেবাংলা নগরস্থ কমিউনিটি সেন্টার বোর্ডের নিকট হস্তান্তরের বিষয়ে ৩০ অক্টোবর, ২০২৩ তারিখ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় হতে জননিরাপত্তা বিভাগে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। বোর্ডের নিকট হস্তান্তর না করায় বর্তমানে কমিউনিটি সেন্টারটি র‍্যাবের নিকট ১ জুলাই, ২০২৩ থেকে ৩০ জুন, ২০২৫ পর্যন্ত ভাড়া প্রদানের চুক্তি করা হয়েছে। সভায় উন্নয়নমূলক কাজের স্বার্থে RAB **এর** নিকট থেকে কমিউনিটি সেন্টারটি বোর্ড এর নিকট হস্তান্তরে বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রস্তাব জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং র‍্যাবের প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণপূর্বক কমিউনিটি সেন্টারটি বিকেকেবির নিকট হস্তান্তর করতে হবে।	(ক)মহাপরিচালক, বিকেকেবি; (খ) অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।
২.৯	**চট্টগ্রামের সীতাকুন্ডে প্রবীণ নিবাস (বৃদ্ধাশ্রম) ও সরকারি কর্মচারীর সন্তানদের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে আবাসিক সুবিধা সম্বলিত মানসম্মত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্মাণের নীতিগত অনুমোদন প্রদান:**		
	চট্টগ্রাম জেলার সীতাকুন্ড উপজেলাধীন জঙ্গল সলিমপুর মৌজার সরকারি ভূমি এখনো উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি বিধায় ভূমি বরাদ্দ প্রদানের কার্যক্রম	চট্টগ্রাম জেলার সীতাকুন্ড উপজেলাধীন জঙ্গল সলিমপুর মৌজায় ২০ (বিশ) একর	(ক) মহাপরিচালক, বিকেকেবি; (খ) বিষয়ে বিভাগীয়

ক্রমিক	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	এখনও শুরু হয়নি। বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের চাহিদাকৃত ভূমি জেলা প্রশাসনের অগ্রাধিকার তালিকায় রয়েছে।	সরকারি জমি বোর্ডের অনুকূলে বরাদ্দ প্রদান করতে হবে।	কমিশনার, চট্টগ্রাম; (গ) জেলা প্রশাসক, চট্টগ্রাম।
২.১০	**ঢাকা মহানগর ব্যতীত ০৭টি বিভাগীয় পর্যায়ে ডায়াগনস্টিক ও ফিজিওথেরাপি সেন্টার স্থাপন:**		
	ঢাকা মহানগর ব্যতীত ৭টি বিভাগীয় কার্যালয়ে ডায়াগনস্টিক ও ফিজিওথেরাপি সেন্টার স্থাপনে আর্থিক, প্রশাসনিক ও কারিগরি বিষয়ে আরো পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। উল্লেখ্য, ৭টি বিভাগীয় কার্যালয়ে খসড়া প্রস্তাব প্রেরণের জন্য পত্র প্রেরণ করা হলে চট্টগ্রাম, খুলনা ও সিলেট বিভাগ থেকে প্রস্তাব পাওয়া গেছে। অবশিষ্ট বিভাগ থেকে প্রস্তাব পেলে সমন্বিত প্রস্তাব জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক অনুমোদন গ্রহণের বিষয়ে একমত পোষণ করা হয়।	প্রশাসনিকভাবে বিষয়টি পরীক্ষা-নিরীক্ষাপূর্বক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। পরবর্তী বোর্ড সভার এজেন্ডা বহির্ভুত থাকবে।	মহাপরিচালক, বিকেকেবি।
২.১১	**কল্যাণ তহবিল মাসিক চাঁদা ও যৌথবীমা প্রিমিয়াম বৃদ্ধি:**		
	সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মূলবেতনের ১% হারে কল্যাণ তহবিলের চাঁদা এবং প্রজাতন্ত্রের অসামরিক কাজে নিয়োজিত ১-২০ গ্রেডের সকল কর্মকর্তা/ কর্মচারীর মুলবেতনের ০.৭০% হারে যৌথবীমা প্রিমিয়াম সরকার কর্তৃক নির্ধারিত সময় হতে কর্তনের বিষয়ে সভায় উপস্থাপনের করা হলে বিষয়টি বোর্ডের আইন সংশোধনের সাথে জড়িত বিধায় বোর্ড আইন, ২০০৪ সংশোধন সাপেক্ষে প্রস্তাবটি বাস্তবায়নের বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়।	প্রশাসনিকভাবে বিষয়টি পরীক্ষা-নিরীক্ষাপূর্বক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	(ক)মহাপরিচালক, বিকেকেবি; (খ) অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।
২.১২	**বোর্ডের অনুদান বৃদ্ধি:** বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড কর্তৃক সরকারি কর্মচারী ও তাঁদের পরিবারের সদস্যদের নানাবিধ কল্যাণমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। এ সকল কাজের মধ্যে জটিল ও ব্যয়বহুল রোগের চিকিৎসা অনুদান, সাধারণ চিকিৎসা অনুদান, দাফন/ অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া, যৌথবীমার এককালীন অনুদান এবং মাসিক কল্যাণ ভাতা অন্যতম। সর্বশেষ ১ জুলাই, ২০১৯ তারিখ জটিল ব্যয়বহুল রোগের অনুদানের পরিমাণ ১ লাখ এর স্থলে ২ লাখ এবং সাধারণ চিকিৎসা অনুদান ২০ হাজার টাকার স্থলে ৪০ হাজার টাকা, দাফন/অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া অনুদান ২৫ হাজার টাকা থেকে ৩০ হাজার টাকা এবং পরিবারের নির্ভরশীল সদস্যদের মৃত্যুতে দাফন/অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার জন্য ৫ হাজার টাকা থেকে ১০ হাজার টাকা ছাড়াও যৌথবীমার এককালীন অনুদান ১ লাখ এর স্থলে ২ লাখ, মাসিক কল্যাণ ভাতা ১ হাজার টাকা থেকে ২ হাজার টাকায় উন্নীত করা হয়। ইতোমধ্যে প্রায় ০৬ বছর অতিক্রান্ত হয়েছে কিন্তু অনুদানের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়নি। বর্তমান জীবনযাত্রার ব্যয় বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। কাজেই বর্ণিত অনুদানের পরিমাণ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। সভাপতি মহোদয় বর্ণিত অনুদান বৃদ্ধির প্রস্তাব করলে সকল সদস্য একমত পোষণ করে।	(ক) জটিল ব্যয়বহুল রোগের অনুদানের পরিমাণ ২ (দুই) লাখ থেকে ৩ (তিন) লাখ টাকা বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়; (খ) সাধারণ চিকিৎসা অনুদানের পরিমাণ ৪০ (চল্লিশ) হাজার এর স্থলে ৬০ (ষাট) হাজার টাকা বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়; (গ) দাফন/ অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া অনুদানের পরিমাণ ৩০ (ত্রিশ) হাজার এর স্থলে ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা এবং পরিবারের নির্ভরশীল সদস্যদের ক্ষেত্রে ১০ (দশ) হাজার এর স্থলে ২০ (বিশ) হাজার টাকা বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়; (ঘ) যৌথবীমার এককালীন অনুদানের পরিমাণ ২ (দুই) লাখ এর স্থলে ৩ (তিন) লাখ টাকা বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়;	(ক)মহাপরিচালক, বিকেকেবি; (খ) অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।

ক্রমিক	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
		(ঙ) মাসিক কল্যাণ ভাতা অনুদানের পরিমাণ ২ (দুই) হাজার এর স্থলে ৩ (তিন) হাজার টাকা বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	
৩.০	**বেসামরিক প্রশাসনে চাকুরিরত অবস্থায় কর্মচারীগণের মৃত্যুবরণ এবং গুরুতর আহত হয়ে স্থায়ী অক্ষমতাজণিত কারণে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও তার আওতাধীন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদেয় আর্থিক অনুদান বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডে স্থানান্তর:**		
	বেসামরিক প্রশাসনে চাকুরিরত অবস্থায় কর্মচারীগণের মৃত্যুবরণ এবং গুরুতর আহত হয়ে স্থায়ী অক্ষমতাজণিত কারণে রাষ্ট্রপতির কার্যালয়/প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, মন্ত্রণালয় এবং বিভাগের আবেদন জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক, মেট্রোপলিটন এলাকায় অবস্থিত অধিদপ্তর, পরিদপ্তর, দপ্তরসহ সকল সরকারি অফিস ও সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কর্মচারীগণের আবেদন সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কমিশনার অফিস কর্তৃক এবং জেলা পর্যায় ও এর অধীন কার্যালয়সমূহের সকল আবেদন সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের মাধ্যমে ৮ লাখ ও ৫ লাখ অনুদান প্রদান করা হয়। বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড গঠনের প্রধান উদ্দেশ্য হলো সরকারি কর্মচারীদের কল্যাণ সাধন করা। বোর্ড হতে অসামরিক কর্মে নিয়োজিত কর্মচারীগণের মৃত্যুতে মাসিক কল্যাণ অনুদান, যৌথবীমার এককালীন অনুদান, দাফন/ অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার অনুদান প্রদান। উক্ত অনুদান বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের অনুকূলে স্থানান্তর করা হলে সরকারি কর্মকর্তা/ কর্মচারীর মৃত্যুতে এবং অক্ষতাজনিত কারণে কল্যাণ বোর্ডের মাধ্যমে মাসিক কল্যাণ অনুদান, যৌথবীমা অনুদান ও দাফন/ অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া অনুদানের আবেদনের সাথে ৮ (আট) লাখ টাকা ও ৫ (পাঁচ) লাখ টাকা প্রাপ্তির বিষয়ে আবেদনকারী একইসাথে অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন এবং সেক্ষেত্রে সকল অনুদান একত্রে নিষ্পত্তি করা সম্ভব হবে। ফলে আবেদনকারী একত্রে অনুদানের যাবতীয় টাকা প্রাপ্য হবেন। অন্যদিকে, একই ধরনের কাজ বিভিন্ন দপ্তরের মাধ্যমে পরিচালিত হওয়ায় মৃত কর্মচারীর পরিবার এবং অক্ষম কর্মচারীর পক্ষে প্রয়োজনীয় কাগজ সংগ্রহে বিড়ম্বনায় পড়তে হয়। একই দপ্তরে একই কাগজপত্র দিয়ে এবং সফটওয়্যারে ১টি আবেদনে উল্লেখিত অনুদানসমূহ একত্রে অনুমোদন প্রদান করা হলে সেবা প্রদান সহজ হবে ও আবেদনকারীগণের ভোগান্তি কমবে। কাজেই এ অনুদান বোর্ডের মাধ্যমে প্রদান করা যুক্তি সম্মত মর্মে সভাপতি মহোদয় অভিমত ব্যক্ত করায় সকল সদস্য একমত পোষণ করে।	পরীক্ষা-নিরীক্ষাপূর্বক পরবর্তীতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	(ক)মহাপরিচালক, বিকেকেবি; (খ) অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।
৪.০	**বিবিধ** **(ক) কল্যাণ, যৌথবীমা ও দাফন/অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করার সময়সীমা নির্ধারণ:** "কর্মচারীর মৃত্যুর ০৩ বছরের মধ্যে প্রাপ্ত আবেদন	বিলম্বে প্রাপ্ত ১৫০টি আবেদন ৩ মাসের মধ্যে নিষ্পত্তি করতে হবে।	মহাপরিচালক, বিকেকেবি

ক্রমিক	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় পরিচালক পর্যায়ে নিষ্পত্তি করতে পারবেন এবং ০৫ বছরের মধ্যে প্রাপ্ত আবেদন প্রধান কার্যালয় হতে নিষ্পত্তি করা হবে। এছাড়া পারিবারিক মামলাজনিত কারণে আবেদন নিষ্পত্তি করা যাবে" মর্মে ৩৪তম বোর্ড সভার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। মামলাজনিত কারণে বিলম্বে প্রাপ্ত আবেদনসমূহ ০৫ বছরের উর্ধে হলেও নিষ্পত্তি করা যাবে। সম্প্রতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, ০৫ বছরের অধিক বিলম্বিত আবেদন পাওয়া যাচ্ছে। এরূপ আবেদনের সংখ্যা প্রায় ১৫০টি। যা ৩৪তম বোর্ড সভার গৃহীত সিদ্ধান্তের কারণে বর্ণিত আবেদনসমূহ নিষ্পত্তি করা সম্ভব হচ্ছে না। এমতাবস্থায় মৃত কর্মচারীদের পরিবারের আর্থিক ও মানবিক দিক বিবেচনা করে কর্মচারীর মৃত্যুর পর ৫ বছরের মধ্যে প্রাপ্ত আবেদন বিভাগীয় পরিচালক পর্যায়ে এবং ১০ বছরে মধ্যে প্রাপ্ত আবেদন মহাপরিচালক পর্যায়ে নিষ্পত্তি করার বিষয়ে অবতারণা করা হয়। আলোচনায় উল্লেখ করা হয় যে, বিলম্বে প্রাপ্ত এরূপ আবেদনের সংখ্যা আনুমানিক ১৫০টি হবে। এ আবেদন ৩ মাস সময়সীমা নির্ধারণপূর্বক নিষ্পত্তির বিষয়ে সভাপতি মত প্রকাশ করেন।		
	(খ) স্টাফবাস সার্ভিস কর্মসূচি ও কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের কর্মচারীদের প্রদেয় চিকিৎসা অনুদান বৃদ্ধিকরণ:		
	স্টাফবাস সার্ভিস কর্মসূচি ও কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে কর্মরত কর্মচারী ও তাদের পরিবারবর্গের চিকিৎসা অনুদানের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ বার্ষিক ২০,০০০/- (বিশ হাজার) টাকা অনুদান প্রদান করা হচ্ছে। বর্তমানে জীবনযাত্রা ও চিকিৎসা ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ায় ২০,০০০/- (বিশ হাজার) টাকা অনুদান অতি সামান্য। বিগত ২০২১-২০২২ থেকে ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে গড়ে এ খাতে বর্তমানে প্রায় ১৪,৮৭,৫০০/- (চৌদ্দ লাখ সাতাশি হাজার পাঁচশত) টাকা ব্যয় হয়েছে। প্রস্তাবটি অনুমোদিত হলে অতিরিক্ত ৮,০০,০০০/- (আট লাখ) টাকাসহ বছরে মোট ২২,৮৭,৫০০/- (বাইশ লাখ সাতাশি হাজার পাঁচশত) টাকা প্রয়োজন হবে। সরকারের রাজস্ব বাজেটের অনুদান থেকে এ ব্যয় নির্বাহ হবে। কজেই সময়োচিত পদক্ষেপ হিসেবে স্টাফবাস সার্ভিস কর্মসূচি ও কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে কর্মরত কর্মচারী ও তাদের পরিবারবর্গের চিকিৎসা অনুদান বর্ষপঞ্জিকায় একবার সর্বোচ্চ ৩০,০০০/- (ত্রিশ হাজার) টাকা নির্ধারণ করার বিষয়ে সভায় মতামত প্রকাশ করা হয়।	চিকিৎসা অনুদান বার্ষিক সর্বোচ্চ ২০,০০০/- (বিশ হাজার) টাকার স্থলে ৩০,০০০/- (ত্রিশ হাজার) টাকা বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	মহাপরিচালক, বিকেকেবি।
	(গ) কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে সমস্কেলে দারোয়ান থেকে ম্যাসেঞ্জার এর পদনাম পরিবর্তন: স্টাফবাস সার্ভিস কর্মসূচি ও মহিলা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র চাকরি নীতিমালা-১৯৯৮ অনুযায়ী জনবল নিয়োগসহ অন্যান্য বিষয়াবলী পরিচালিত হয়। উক্ত নীতিমালা অনুসারে ম্যাসেঞ্জার ও দারোয়ান পদ সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে পূরণযোগ্য। নীতিমালা-১৯৯৮ এর তফসিল-খ এ ম্যাসেঞ্জার ও দারোয়ান পদের ক্ষেত্রে নিম্নরূপ নির্দেশনা রয়েছে:	ম্যাসেঞ্জার এর পদ শূন্য সাপেক্ষে দারোয়ান পদে কর্মরত জ্যেষ্ঠ কর্মচারীর আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে পদনাম পরিবর্তন করে ম্যাসেঞ্জার পদের অফিস আদেশ জারি করতে হবে।	মহাপরিচালক, বিকেকেবি।

ক্রমিক	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	ম্যাসেজ্ঞার: "অষ্টম শ্রেণি পাস"। **দারোয়ান: "অষ্টম শ্রেণি পাসসহ সু- স্বাস্থ্যের অধিকারী"।** মন্ত্রণালয়ের সওব্য-২ শাখার ০৪ ফেব্রুয়ারি, ২০১৪ তারিখে ০৫.০০.০০০০.১৫১.১৬.০৩৬.১২-৫০ সংখ্যক পরিপত্রে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/ বিভাগ ও এর অধিনস্থ অধিদপ্তর/দপ্তর, রাষ্ট্রপতির কার্যালয় ও প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে কর্মরত কর্মচারীদের কিছু পদবি/পদ নাম পরিবর্তন করা হয়েছে। কাজেই দারোয়ান ও ম্যাসেঞ্জার পদ ২টি একই স্কেলভুক্ত (গ্রেড-২০) ও সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতাও একই এবং সংশ্লিষ্ট কর্মচারীকে ম্যাসেঞ্জার পদে পদায়ন করা হলে আর্থিক সংশ্লেষে কোন পরিবর্তন হবে না। সামাজিক মর্যাদার বিষয়টি বিবেচনায় ম্যাসেঞ্জার এর পদ শূন্য সাপেক্ষে দারোয়ান পদে কর্মরত ব্যক্তির আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে পদনাম পরিবর্তনে অফিস আদেশ জারি করার বিষয়ে সভায় একমত পোষণ করা হয়।		
	(ঘ) বোর্ডের অব্যায়িত অর্থ এফডিআর এর পরিবর্তে বাংলাদেশ ব্যাংকের বন্ড ক্রয়: বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের অব্যায়িত অর্থ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকে স্থায়ী আমানত (FDR) হিসেবে বিনিয়োগ করা হয়। বিনিয়াগকৃত মুনাফার পরিমাণ কম এবং পরিবর্তনশীল। এতে বোর্ড আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে বন্ড ইস্যুর বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। বোর্ডের বিভিন্ন রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকে বিনিয়োগকৃত অর্থ বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে ইস্যুকৃত বন্ড ক্রয়ের ওপর বোর্ডের চেয়ারম্যান মহোদয় গুরুত্বারোপ করেন।	বোর্ডের সঞ্চিত অর্থ বিনিয়োগের ক্ষেত্রে মেয়াদী হিসেবের পরিবর্তে বাংলাদেশ ব্যাংকের বন্ড ক্রয়ের বিষয়ে বিধি-বিধানের আলোকে পরীক্ষান্তে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	মহাপরিচালক, বিকেকেবি।
	(ঙ) বোর্ড সভা আহবান:		
	বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের ৩৮তম সভা ২৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখ অনুষ্ঠিত হয়েছিল। ফলে দীর্ঘ দিন বোর্ড সভা অনুষ্ঠিত না হওয়ায় ন্যুনতম প্রতি জানুয়ারি মাসে একটি বোর্ড সভা আহবানের জন্য সভা মতামত প্রকাশ করা হয়।	বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড এর আইনে উল্লিখিত সময়সীমার মধ্যে বোর্ড সভা আহবান করতে হবে।	মহাপরিচালক, বিকেকেবি।

৫.০। বোর্ড সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় স্বতঃস্ফুর্ত অংশগ্রহণ এবং গুরুত্বপূর্ণ মতামত প্রদানের জন্য সকল সদস্যকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

(ড. মোঃ মোখলেস উর রহমান)
সিনিয়র সচিব
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
ও
চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।